ভোরের কাগজ

APR. 02 2002

সরকার প্রণীত নীতিমালা তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশকে আরো সঙ্কুচিত করে ফেলবে

'তথ্যপ্রযুক্তি : সম্ভাবনা ও সমস্যা' শীর্ষক সেমিনারে ড. মুহম্মদ ইউনূস

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ বিজ্ঞান লেখক ও সাংবাদিক ফোরাম আয়োজিত 'বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি : সম্ভাবনা ও সমস্যা' শীর্ষক সেমিনারে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সরকার সম্প্রতি যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, সেই নীতিমালা গুণগত মান নিশ্চিতের বদলে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশকেই সঙ্কুচিত করে ফেলবে।

গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত সেমিনারটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকারী হিসেবে ড. ইউনূস এ কথা বলেন। বাংলাদেশ বিজ্ঞান লেখক ও সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক ড. এম রোকনুজ্জামান এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি মোঃ সবুর খান। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনূস বলেন, দেশে তথাপ্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হলে আমেরিকার বাজারে সফটওয়্যার রপ্তানির প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হবে। আর সফটওয়্যার রপ্তানির সঙ্গে সম্পর্কিত ইনটেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি রাইটস সংক্রান্ত আইন এবং সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের সরকারি অনুমোদন।

তিনি বলেন, আশির দশক থেকে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্ত হচ্ছে হচ্ছে করেও একবিংশ শতকে এলেও তা হলো না। কতো দশক ধরে আমাদের এই সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করতে হবে?

ড. ইউনূস বলন, তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের মূল ভিত্তি হলো টেলিফোন ও ইন্টারনেট কাঠামো। অথচ, সরকার একদিকে যেমন এখন বিটিটিবিকে পুরোপুরি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেনি, অন্যদিকে ইন্টারনেট টেলিফোনকে আইনগত স্বীকৃতি এবং টেলিফোনের আন্তর্জাতিক সংযোগ ব্যবস্থাকে উন্মুক্ত করেনি। ফলে আইনসম্মতভাবে এ ব্যবসার পরিচালনা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রটি ব্যাপকভাবে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। গ্রামেগঞ্জে টেলিফোন ও ইন্টারনেট সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ড. ইউনূস বলেন, শুধুমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ বিকাশই পারে দেশের দারিদ্র্য অর্ধেক কমিয়ে দিতে এবং বেকারত্ব সমস্যা ঘোচাতে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, সকল ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। আর এজন্য আগামী বাজেটেই আমরা তথ্যপ্রযুক্তির জন্য একটা নির্দিষ্ট বরাদ্দ দেখতে চাই।

ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী বলেন, বিশ্ববাজারে সফটওয়্যার রপ্তানি করতে হলে আমাদের ভালো কাজ ও দক্ষতা দেখাতে হবে। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে সঙ্কুচিত করে এরকম সকল বাধা দূর করতে হবে।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির তালটিই হলো দ্রুত তালের-বিলম্বিত তাল এখানে অচল। তাই একে দ্রুত সর্বসাধারণের সংস্কৃতিতে পরিণত করতে হবে।